সমকাল

10 JUL 2025

চীনে বিডার অফিস খোলার পরিকল্পনা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেছেন, চীন বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী। দেশটির বিনিয়োগ আনতে চীনে বিডার একটি অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে চায়না টাউন নেই। ঢাকায় একটি চায়না টাউন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রচুর মেধাবী তরুণ রয়েছে, যাদের চীনা কোম্পানিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। 'চীন-বাংলাদেশ শিল্প ও সাপ্লাই চেইন সহযোগিতা এবং শিল্প প্রতিবেদন প্রকাশ' শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে চায়নিজ এন্টারপ্রাইজেস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (সিএইবি)।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিল্প খাতে দুই দেশের মধ্যে যৌথ সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, তথ্য এবং সেবার মান উন্নত করাই হলো বৈদেশিক বিনিয়োগ আনার প্রধান চাবিকাঠি। শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাও বিনিয়োগে সহায়ক। বাংলাদেশ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করছে। চীন বিনিয়োগ সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

ইয়াও ওয়েন বলেন, সম্প্রতি চীনের কুনমিংয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একাধিক ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রয়েছে বাণিজ্য, শিল্প, পরিবেশ, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। মার্কিন শুল্কনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকেও সুরক্ষামূলক উদ্যোগ নিতে হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নেতাদের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা বাড়ানোর আগ্রহ রয়েছে আমাদের।'

সেমিনারে সিএইবির সভাপতি হান কুন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে তিনি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ বিনিয়োগ ও সহযোগিতার সুযোগ, বাজার প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন।

CamScanner

সমকাল

10 JUL 2025

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড এফটিএ চান ব্যবসায়ীরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

দক্ষিণ-পূর্ব এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন দুই দেশের ব্যবসায়ীরা। এ জন্য দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) জরুরি বলে মনে করছেন তারা।

বুধবার রাজধানীর গুলশানে এফবিসিসিআই এবং থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় এসব কথা উঠে আসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় থাই এম্বাসির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পানম থংপ্রায়ুন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন থাই-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদ, থাই-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সিনিয়র সহসভাপতি, এফবিসিসিআইর সাবেক সহসভাপতি মো. মুনির হোসেন প্রমুখ।

প্রথম আলো

10 JUL 2025

প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, রপ্তানি কমার শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক

ইউএসটিআরের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দফার আলোচনা শুরু করেছে বাংলাদেশ।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশে তৈরি ১০ ডলারের একটি চিনো ট্রাউজার বা টুইল প্যান্ট আমদানি করতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানকে ১৬ শতাংশ বা ১ দশমিক ১৬ মার্কিন ডলার শুল্ক দিতে হয়। গত এপ্রিলে বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়ায় মোট শুল্ক দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৬০ ডলার। আগামী ১ আগস্ট থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষিত ৩৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে এই চিনো ট্রাউজারে মোট শুল্কভার দাঁড়াবে ৫১ শতাংশ। তার মানে, ১০ ডলারের পোশাকটি আমদানিতে উচ্চ শুল্কের কারণে খরচ দাঁড়াবে ১৫ দশমিক ১০ ডলার (জাহাজভাড়া ছাড়া)।

এই হিসাব দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্প্যারো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঘোষিত ৩৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে আমাদের আর প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা থাকবে না। যেসব দেশে শুল্ক কম থাকবে, সেখানেই ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে। এই প্রক্রিয়াটি দু-তিন বছরের মধ্যে ঘটবে। বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান উচ্চ শুল্ক আরোপের কারণে হতাশা প্রকাশ করছে। চলমান ও ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশের বিষয়ে আগামী সপ্তাহ থেকে আলোচনা শুরু হতে পারে।

শোভন ইসলামসহ আরও কয়েকজন রপ্তানিকারকের সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয়। তাঁরা বলেন, ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হলে তৈরি পোশাকসহ কোনো পণ্যই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিযোগিতা করার অবস্থায় থাকবে না। ফলে বাংলাদেশের ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্যের রপ্তানি অনেকটাই ঝুঁকিতে পড়বে। ক্রয়াদেশ কমলে শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে কারখানাগুলো। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই তৈরি পোশাক, সেহেতু এই শিল্পেই বেশি প্রভাব পড়বে। তবে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর ট্রাম্প প্রশাসন কী হারে শুল্ক আরোপ করছে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনা চলমান থাকা অবস্থায় ৭ জুলাই বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড় শুল্ক দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে লেখা এক চিঠিতে বাড়তি এই শুল্ক আরোপের বিষয়টি জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতি নিরসনের বিষয়ে সমাধান না এলে ১ আগস্ট থেকে দেশটিতে পণ্য রপ্তানিতে বর্ধিত হারে শুল্ক দিতে হবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৮ শতাংশের কিছু বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ৮৭ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক। এ ছাড়া মাথার টুপি বা ক্যাপ, চামড়ার জুতা, হোম টেক্সটাইল, পরচুলা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য বেশি রপ্তানি হয়ে থাকে।

প্রতিযোগী দেশের শুল্ক কত

বৈশ্বিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ মোট ১৪টি দেশের ওপর নতুন করে শুল্কহার নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। হোয়াইট হাউসের ৯০ দিনের শুল্কবিরতির সময়সীমা শেষ হওয়ার আগমুহূর্তে অর্থাৎ স্থানীয় সময় গত সোমবার এ ঘোষণা দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। ভারতের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টিও মোটামুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের পণ্যে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হলেও ভিয়েতনামের ওপর আরোপ হয়েছে ২০ শতাংশ। এ ছাড়া মিয়ানমার ও লাওসের ওপর ৪০ শতাংশ; ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ; দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও তিউনিসিয়ার ওপর ২৫ শতাংশ; কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের ওপর ৩৬ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্য অনুযায়ী, গত বছর বিশ্ববাজারে শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে চীন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, ভারত, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া। এর মধ্যে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে কম। আর বাংলাদেশের চেয়ে কম্বোডিয়ার শুল্ক বেশি। যদিও চীন, ভারত, পাকিস্তান ও তুরস্কের ওপর চূড়ান্তভাবে কত পাল্টা শুল্ক হবে, সেটি এখনো জানায়নি ট্রাম্প প্রশাসন। এখন চীনা পণ্যে গড় শুল্ক ৫৫ শতাংশ। আর ভারতের পণ্যে ২৬ শতাংশ, পাকিস্তানি পণ্যে ২৯ এবং তুরস্কের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

জানতে চাইলে প্যাসিফিক জিনস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর *প্রথম আলোকে* বলেন, আলোচনার মাধ্যমে পাল্টা শুল্ক কমানো না গেলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমরা ভিয়েতনামের তুলনায় বেশ পিছিয়ে পড়ব। তার কারণ, বাংলাদেশের তুলনায় ভিয়েতনাম থেকে ১৫ শতাংশ কম শুল্কে পণ্য আমদানি করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) সঙ্গে পাল্টা শুল্ক নিয়ে গতকাল বুধবার দ্বিতীয় দফার আলোচনা শুরু করেছে বাংলাদেশ। এই আলোচনা ১১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যেসব কারখানা পণ্য রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল এবং আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী নয়, সেসব কারখানাই বেশি বিপদে পড়বে। তখন শ্রমিকদের আইনানুগ পাওনা বুঝিয়ে না দিতে পারলে তাঁরা রাস্তায় নামবেন। ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়বে। ফলে দর-কষাকষির যে সময়টুকু হাতে আছে, তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।' সরকার এই আলোচনা কতটা গুরুত্ব দিয়ে করছে, সেটি ব্যবসায়ীদের কাছে পরিষ্কার নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি

অর্থবছর	মোট পণ্য রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি	যুক্তরাষ্ট্রে হিস্যা (%)
২০২২-২৩	৪৬.৪৩	৮.৫২	১৮.৩৫
২০২৩-২৪	৪৪.৪৭	৭.৬০	১৭.০৯
২০২৪-২৫	৪৮.২৮	৮.৬৯	১৭.৯৯

হিসাব বিলিয়ন ডলারে

সূত্র : ইপিবি

প্রথম আলো
10 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যঘাটতি আরও বেড়েছে

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

বিদায়ী অর্থবছরে দেশটির বাণিজ্যঘাটতি বেড়ে ৬২৬ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা এক বছর আগে ছিল ৫০৫ কোটি ডলার।

মাসুদ মিলাদ, চট্টগ্রাম

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয় কম। তবে দেশটিতে বাংলাদেশের পণ্যের রপ্তানি বেশি। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে পিছিয়ে বা ঘাটতিতে আছে যুক্তরাষ্ট্র। সদ্য শেষ হওয়া ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ঘাটতি আরও বেড়েছে।

এই বাণিজ্যঘাটতি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর গত ২ এপ্রিল ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিল দেশটি। তবে আলোচনার সুযোগ রেখে তিন মাস শুল্ক কার্যকর পিছিয়ে দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সে জন্য গত তিন মাসে আমদানি বাড়িয়ে ঘাটতি কমানোর নানা উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিল সরকার। তবে অর্থবছর শেষে সরকারের এসব উদ্যোগ বাণিজ্যঘাটতি কমায়নি, উল্টো দেশটি থেকে আমদানি কমে ঘাটতি আরও বেড়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের হিসাবে, সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য। দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল প্রায় ৮৭৬ কোটি ডলারের পণ্য। অর্থাৎ দুই দেশের বাণিজ্যে বাংলাদেশের হাতে বাড়তি রয়েছে ৬২৬ কোটি ডলার, যা যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছিল প্রায় ৭৬৭ কোটি ডলার। দেশটি থেকে আমদানি হয়েছিল প্রায় ২৬২ কোটি ডলার। তাতে ওই অর্থবছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি ছিল ৫০৫ কোটি ডলার।

দুই অর্থবছরের তুলনা করে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে এ সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। তার বিপরীতে দেশটি থেকে আমদানি কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশের এগিয়ে থাকার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হলেও ট্রাম্পের সূত্র উল্টো বিপাকে ফেলেছে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের। কারণ, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে এই বাজারে রপ্তানি কমে যাবে।

> **শুল্কছাড়ের চেয়ে নীতিসহায়তা দেওয়া হলে বরং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ত। যেমন নীতিসহায়তা না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন বীজ আমদানি কমে গেছে।**
>
> **আমিরুল হক**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেল্টা এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ

ঘাটতি কমাতে সরকারের যা পদক্ষেপ

গত ২ এপ্রিল বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশে পাল্টা শুল্ক আরোপ করার পর বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস চিঠি দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। সেখানে নানা উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়।

আলোচনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি গত ২ জুন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে ১১০টি পণ্যে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়, যা ওই দিনই কার্যকর হয়। সব দেশ থেকে আমদানিতে এই শুল্কহার প্রযোজ্য হলেও যুক্তরাষ্ট্র সুবিধা পাবে এমন বিষয় বিবেচনা রেখে এই পদক্ষেপ নেয় সরকার। বেসরকারিভাবে আমদানি বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরকারি কেনাকাটা বাড়ানোর কথাও বলা হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

সরকারি পদক্ষেপের প্রভাব কী

সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধার কথা মাথায় রেখে যেকোনো দেশ থেকে ১১০টি পণ্য আমদানিতে কাস্টমস শুল্কছাড় দেওয়া হয়। শুল্কছাড় দেওয়ার পর মাত্র এক মাস সময় পেরিয়েছে। ফলে এই এক মাসে খুব বেশি প্রভাব পড়ার কথা নয়। এরপরও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হওয়া প্রধান কয়েকটি পণ্যের আমদানির হিসাবে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

যেমন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় রড তৈরির কাঁচামাল পুরোনো লোহার টুকরা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই পণ্যটি আমদানি হয় প্রায় ৬৭ কোটি ডলারের। সদ্য শেষ হওয়া অর্থবছরে আমদানি হয় ৬৮ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। একইভাবে সয়াবিন বীজ আমদানি হয় ৩৬ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৩৫ কোটি ৩১ লাখ ডলারে। আবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তুলা আমদানি হয় ৩৬ কোটি ৮৯ লাখ ডলারের। গত অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ২৩ কোটি ৫১ লাখ ডলারে।

আমদানি বৃদ্ধি বা কমার বিষয়ে জানতে চাইলে ইস্পাত ও সয়াবিন বীজ খাতের দুজন উদ্যোক্তা প্রথম আলোকে বলেন, শুল্কহার সব দেশের জন্যই সমান। বাজেটে শুল্কছাড়ও সব দেশের জন্য একই। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষির জন্য শুল্কছাড় দেওয়া হলেও তাতে আমদানিতে মোটাদাগে প্রভাব পড়বে না। যে দেশ থেকে কম খরচে ভালো মানের পণ্য আমদানি করা যায় সেখান থেকেই ব্যবসায়ীরা আমদানি করেন।

তবে সয়াবিন বীজ মাড়াই করে প্রাণিখাদ্য তৈরির প্রতিষ্ঠান ডেল্টা এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, শুল্কছাড়ের চেয়ে নীতিসহায়তা দেওয়া হলে বরং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ত। যেমন সয়াবিন বীজ থেকে দেশে সয়াবিন তেল ও সয়া কেক উৎপাদন হচ্ছে। সয়াবিন বীজ থেকে প্রস্তুত পণ্য সয়া কেক আমদানিতে শুল্ক নেই। এখন সরকার যদি সয়া কেক আমদানিতে ন্যূনতম শুল্ক কর আরোপ করত তাহলে সয়াবিন বীজ আমদানিও বাড়ত। মানের কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই সয়াবিন বীজ আমদানি বেশি হতো। নীতিসহায়তা না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই পণ্যটির আমদানি কমে গেছে।

CamScanner

বণিক বার্তা

10 JUL 2025

এফবিসিসিআই ও থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের মধ্যে বৈঠক

বাজার সম্প্রসারণে এফটিএ বাস্তবায়নের ওপর জোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দক্ষিণ-পূর্ব এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড যৌথভাবে কাজ করতে পারে। এজন্য আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) বাস্তবায়ন জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

রাজধানীর গুলশানে গতকাল ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ বিষয় উঠে আসে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআই প্রশাসক হাফিজুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রয়েল থাই এম্বাসির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পানম থংপ্রায়ুন।

সভায় বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে এফবিসিসিআই প্রশাসক বলেন, 'থাইল্যান্ড হলো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্যিক হাব। আর বাংলাদেশের রয়েছে বিপুল দক্ষ ও তরুণ জনশক্তি। এসব সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উভয় দেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।' এ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ, অবকাঠামো, জ্বালানি এবং হালকা প্রকৌশল খাতে বিনিয়োগ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

উভয় দেশ আঞ্চলিক এফটিএ ইস্যুতে অগ্রসর হবে—এমন আশা প্রকাশ করে হাফিজুর রহমান বলেন, 'এফটিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানি-রফতানি আরো ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।' এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাজার সুবিধাকে কাজে লাগাতে আঞ্চলিক এফটিএর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সভায় রয়েল থাই এম্বাসির চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স পানম থংপ্রায়ুন জানান, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়নে উভয় পক্ষ নিবিড়ভাবে কাজ করবে। এ সভার মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং আরো শক্তিশালী হবে বলেও প্রত্যাশা তার।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন থাই-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি শামস মাহমুদ ও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মুনির হোসেন এবং এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব আলমগীর ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের প্রধান জাফর ইকবালসহ দুই দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star
10 JUL 2025

US-China tariff war punishes Bangladesh

REFAYET ULLAH MIRDHA

Smaller Asian nations, including Bangladesh, have been hit with some of the most punitive duties under the Trump administration's tariff policy. The official justification for these tariffs was to correct what the administration called unfair trade deficits, where countries export more to the United States than they import.

However, analysts widely question the merit of using trade deficit calculations, suggesting the tariff move was a pretext for a broader geopolitical strategy to punish China. The US appears to have targeted countries that rely on or receive substantial investment from China.

Bangladesh is one of those nations that face pressure from Washington to decouple their manufacturing industries from Chinese suppliers, according to officials familiar with trade negotiations.

The threat forces Bangladesh into a near-impossible choice between its largest customer and its biggest supplier, pulling the nation directly into the fallout of the US-China trade war.

President Donald Trump has imposed a steep 35 percent tariff on Bangladeshi goods, primarily due to the high concentration of Chinese inputs in products manufactured here and exported to the United States, according to officials. The move reflects Washington's broader strategy to counter China's economic influence, they said.

The US appears to have targeted countries that rely on or receive substantial investment from China. Bangladesh is one of those nations that face pressure from Washington to decouple their manufacturing industries from Chinese suppliers, say analysts.

In fiscal 2023-24, Bangladesh's imports from China amounted to $16.63 billion, representing 26.4 percent of its total import bill, according to Bangladesh Bank data. Over 80 percent of these imports consist of raw materials for the garment sector, including fabrics, chemicals and accessories.

This dependency is at the heart of the trade friction. The US is proposing stringent Rules of Origin (RoO) that would require 40 percent local value addition for products to qualify for American markets.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman acknowledged last week that the US proposal on RoO presents a significant challenge for Bangladesh, as it requires a high threshold for local value-addition.

The pressure is most acute on the woven garment sector, which is the larger portion of Bangladesh's apparel exports to the US. Industry insiders said that nearly 70 percent of the woven fabric needed for items like trousers and shirts, destined mainly for American consumers, is imported from China.

This contrasts sharply with the knitwear sector, where local spinners can supply nearly 90 percent of the required fabric, thus having a much lower dependency on Chinese imports.

This data underscores the woven sector's vulnerability. In the first 11 months of fiscal 2024-25, the US imported $4.62 billion worth of woven garments from Bangladesh, compared with $2.4 billion in knitwear, according to data from the Export Promotion Bureau.

"The terms and conditions of the US value addition are stringent and almost impossible for Bangladesh to comply with," said Masrur Reaz, chairman of the Policy Exchange, a Dhaka-based think-tank.

Mostafa Abid Khan, a former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission, echoed his view, saying higher US value-addition requirements will put pressure on Bangladesh's woven sector.

Washington's demands extend beyond value addition. US negotiators have pushed Bangladesh to align its tariff system with American geopolitical interests, proposing lower tariffs on countries favoured by the US and higher tariffs on those subject to higher American levies.

This directly challenges Bangladesh's adherence to the World Trade Organisation's Most Favoured Nation (MFN) principle, which ensures non-discriminatory trade by applying the same tariff rates to all member countries.

Faced with difficult proposals, Dhaka has attempted a conciliatory approach. Unable to agree on the tough RoO and tariff alignment, Bangladeshi negotiators have instead offered to increase imports of American goods to narrow the trade gap, which is currently about $6 billion in Bangladesh's favour. To entice US negotiators, Dhaka offered a package of concessions that included purchasing more American LNG and agricultural products, such as cotton and soybeans, and increasing orders for Boeing aircraft.

The negotiations also reflect broader US security and investment concerns. Bangladeshi officials said US negotiators sought assurances regarding the security of American investments and cited the recent increase in Chinese capital flowing into Bangladesh. They also raised reservations about growing Chinese ownership in local industrial units and pointed to perceived weaknesses in Bangladesh's policy regulations, intellectual property laws, and labour rights.

Industry leaders are sounding the alarm over the potential fallout. Anwar-Ul-Alam Chowdhury, chairman of the Evince Group, a major garment exporter, said meeting a 40 percent value-addition requirement on products made from Chinese fabric is "almost impossible".

Furthermore, there is a growing fear of an additional "transshipment" tariff. Chowdhury worries that the Trump administration could apply a broad definition of transshipment, similar to the 40 percent duty imposed on
deemed to
China. "Trum
product impor
manufactured
exported to the
product," he sai

As the secon
scheduled for Ju
Bangladesh's
navigating an u
US market.

Mahmud Ha
of the Ba
Manufacturers
Association, h
appointment w
of the interim
for the appoint
to negotiate di
administration.

The negotia
about trade ar
intrinsically lir
politics and s
Reaz. He high
deep reliance
adding, "Bangl
the Chinese p
overnight, even

The Daily Star

10 JUL 2025

Drug exporters concerned over Trump's 200% tariff plan

JAGARAN CHAKMA

Uncertainty looms over Bangladesh's pharmaceutical exports to the US market, as President Donald Trump plans to impose tariffs of up to 200 percent.

Industry insiders said several companies are preparing to export to the US market and have built up capacity with world-class facilities, but the tariff plan, if implemented, may prevent them from commencing exports.

Trump on Tuesday announced plans to impose tariffs of up to 200 percent on pharmaceutical imports, although he signalled a grace period of about one and a half years before the policy takes effect, reports Reuters.

"Bangladesh's pharmaceutical industry, while still small on a global scale, has been steadily expanding its footprint," said Zahangir Alam, chief financial officer of Square Pharmaceuticals.

"However, we are observing significant changes that could impact our competitiveness," he told The Daily Star.

Square Pharmaceuticals currently exports medications worth around $4 million to $5 million annually to select US markets, Alam said.

Bangladeshi pharmaceutical companies could face tougher hurdles in accessing the US market due to such trade barriers, says an insider

Although some Bangladeshi firms have received US Food and Drug Administration (USFDA) approval, the country currently lacks the capacity to lower pharmaceutical prices further to remain competitive in the US market under such a high duty regime, he said.

Arefin Ahmed, executive director (marketing) of Incepta Pharmaceuticals Ltd, said Bangladeshi exporters could face serious setbacks if the US enforces the steep import duty on medicine.

While the tariff would affect all exporting nations, Ahmed believes Bangladeshi firms may be particularly vulnerable because they rely on competitive pricing to gain entry into regulated markets like the US.

"Companies have invested heavily to obtain USFDA approvals, but a 200 percent tariff threatens our cost advantage," he said.

Mohibuz Zaman, managing director and CEO of ACI HealthCare Ltd, said any new tariff imposed by the US government on pharmaceutical imports would significantly raise health insurance costs for American insurers, creating a major challenge for the industry.

At the same time, Bangladeshi pharmaceutical companies could face tougher hurdles in accessing the US market due to such trade barriers, he added.

Citing data from the Export Promotion Bureau, he said Bangladesh exported around $30 million worth of pharmaceuticals to the US last fiscal year, which accounts for only 14 percent of the country's total annual drug exports.

"Although the figure is not very significant, it is a matter of the industry's image," he said.

However, Abdul Muktadir, president of the Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries (BAPI), said Bangladeshi drugmakers see both opportunities and risks emerging from the US government's tariff decision.

"There's potential for Bangladeshi firms to gain market share due to this new tariff, but we also risk losing access because we'll face strong competition from global players," he told The Daily Star.

Muktadir noted that many local manufacturers have long prepared to expand exports but may now be forced to explore alternatives such as contract manufacturing or joint ventures to establish production bases in the US.

"Indian and Chinese companies have already acquired stakes in US firms for local production. Bangladeshi companies must follow suit to stay competitive," he said.

Although Bangladesh has invested heavily in research and development, the proposed tariff could delay market entry by one to one and a half years, potentially inflicting significant financial losses, cautioned Muktadir.

"In the meantime, we're unable to export, which is a serious concern," he added.

To mitigate the impact, Muktadir proposed that the government allow pharmaceutical exporters to each invest up to $10 million in the US market.

ঢাকা।

The Business Standard

10 JUL 2025

US buyers push Bangladeshi exporters to share extra tariff costs

TRADE - DHAKA

REYAD HOSSAIN

Following the United States' decision to impose a tariff of 35% on imports from Bangladesh, US buyers have largely suspended negotiations for new orders and are now asking Bangladeshi suppliers to share the cost of I SEE PAGE 2 COL 2

extra duties on shipments already in progress.

Exporters in Bangladesh have reported that the new tariff, set to take effect on 1 August, will increase the total duty on most Bangladeshi products entering the US market to around 51%, combining the previous rate of nearly 16% with the new 35%.

Industry leaders warn that if implemented, this could significantly impact Bangladesh's $8.4 billion export market in the US, particularly the ready-made garment sector.

Exporters said that the uncertainty surrounding the new duty has created anxiety, particularly as buyers begin to renegotiate cost responsibilities for shipments already placed but not yet delivered.

"We had a meeting with a US buyer company on Wednesday. They are asking us to bear a portion of the extra money due to the tariff on orders in the pipeline," said Inamul Haq Khan Bablu, managing director of Ananta Garments Limited, which exports over 20% of its total goods to the US market.

He estimated that the total value of purchase orders currently in the pipeline for the US market could be around $2 billion

SM Khaled, managing director of Snowtex Group, another leading garment exporter, noted the widening gap in competitiveness.

"US buyers are saying, 'Bangladesh has 15% more tariff than Vietnam, how will we place orders?'" he said.

Notably, the tariff on Vietnamese products has been finalised at 20%.

Another exporter, who spoke on condition of anonymity, said, "Several US buyers had been waiting to know their government's decision without negotiating orders. Now I do not see any possibility of negotiation on those orders."

Kazi Iftequar Hossain, former president of the Bangladesh Garment Buying House Association, said, "If Bangladeshi products have to enter the US market with 15% more tariff than Vietnam's, then it is normal that buyers there will want to put about 10% of that burden on the supplier."

He added that if additional costs are shifted this way, exporters in Bangladesh will ultimately incur losses and may struggle to sustain their position in the US market over time.

He also warned that any goods shipped from Chattogram Port after the 10th of this month may arrive in the US after August, making them subject to the new 35% tariff.

Exporters are particularly concerned given that the US remains Bangladesh's largest single-country export destination, with total exports valued at $8.4 billion in 2024.

They fear that without swift diplomatic negotiations to reduce or delay the new tariff, orders will continue to fall.

If exporters then attempt to redirect goods to Europe or other regions, they may face lower prices there, potentially destabilising the garment sector as a whole.

Exporters await meeting with chief adviser

In light of the new tariff, leaders from the BGMEA requested a meeting with Chief Adviser Professor Muhammad Yunus on Tuesday to discuss possible steps forward.

However, as of yesterday evening, no schedule had been confirmed.

Mahmud Hasan Khan Babu, president of BGMEA, told The Business Standard, "We are trying to meet the chief adviser, but we have not received a schedule yet."

He added, "We will propose to the government that lobbyists be appointed to negotiate with the US. Besides, we also want to discuss ways to solve the problem by highlighting our losses."

Several exporters expressed frustration over the lack of transparency and engagement in the government's handling of the issue.

"For the past almost three months, businesses do not know what discussions are taking place with the United States. Business opinions have not been taken in these discussions, and they have no engagement," said one BGMEA leader on condition of anonymity.

Another leader added, "The matter is very serious for us. But looking at the government's activities, it seems that the government is taking the matter lightly."

CamScanner

The Business Standard
10 JUL 2025

Bangladesh-US two-day tariff talks begin in Washington

TARIFF - BANGLADESH

TBS REPORT

Proposed tariff rates for India, Pakistan, Indonesia, and China are lower than for Bangladesh

The first meeting of the second round of negotiations with United States Trade Representative (USTR) officials began in Washington DC at 9pm Bangladesh time yesterday.

The meeting is aimed at finalising a draft bilateral trade agreement that could grant Bangladesh an exemption from the 35% tariff imposed by the United States. The discussions are expected to continue through Friday.

Present at the meeting were Trade Adviser Sheikh Bashiruddin, Commerce Secretary Mahbubur Rahman, and Dr Nazneen Kawshar Chowdhury, Director General of the WTO Cell at the commerce ministry.

National Security Adviser Dr Khalilur Rahman joined virtually.

Speaking to TBS from Washington DC before the talks began, Trade Adviser Sheikh Bashiruddin said that the issue is under careful review.

He noted that the discussions with the US are not limited to tariffs, but focus broadly on bilateral trade. "We will discuss what will be best for the country," he said.

He added that the top priority is to protect national interests and that they are hopeful of achieving positive outcomes through negotiations.

Before departing for the US on Tuesday evening, Commerce Secretary Mahbubur Rahman told TBS that the US had issued a notice imposing a 35% tariff on Bangladesh and also sent documents related to a proposed agreement, set to take effect on 1 August.

The documents mention easing imports of military equipment, LNG, wheat, agricultural products, cotton, and aircraft. The US also provided annex documents related to the proposed deal.

According to a commerce ministry official, negotiations with USTR officials will continue nearly all day for the next three days until Friday.

The official said the commerce ministry is open to offering US products tariff concessions if needed and does not expect the local private sector to suffer from increased US imports.

Additionally, the government has initiated the process of purchasing Boeing aircraft from the US and has increased imports of LNG, wheat, and cotton from the country since April.

US President Donald Trump earlier announced a reduction in tariffs on garments from Bangladesh's key competitor, Vietnam, to 20%.

Proposed tariff rates for India, Pakistan, Indonesia, and China are also lower than for Bangladesh.

Garment exporters warn that the high tariff on Bangladesh's exports, compared to rival countries, could significantly hurt the country's apparel exports to the US.

CamScanner